



বনিব বার্তা

সমৃদ্ধির সহযাত্রী

রেজি. নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০৫, সংখ্যা ৭৭ | www.bonikbarta.com

ঢাকা ■ আগস্ট ২৫, ২০১৫
ভাদ্র ১০, ১৪২২ ■ জিলকদ ৯, ১৪৩৬
১৬ পৃষ্ঠা দাম ৮ টাকা

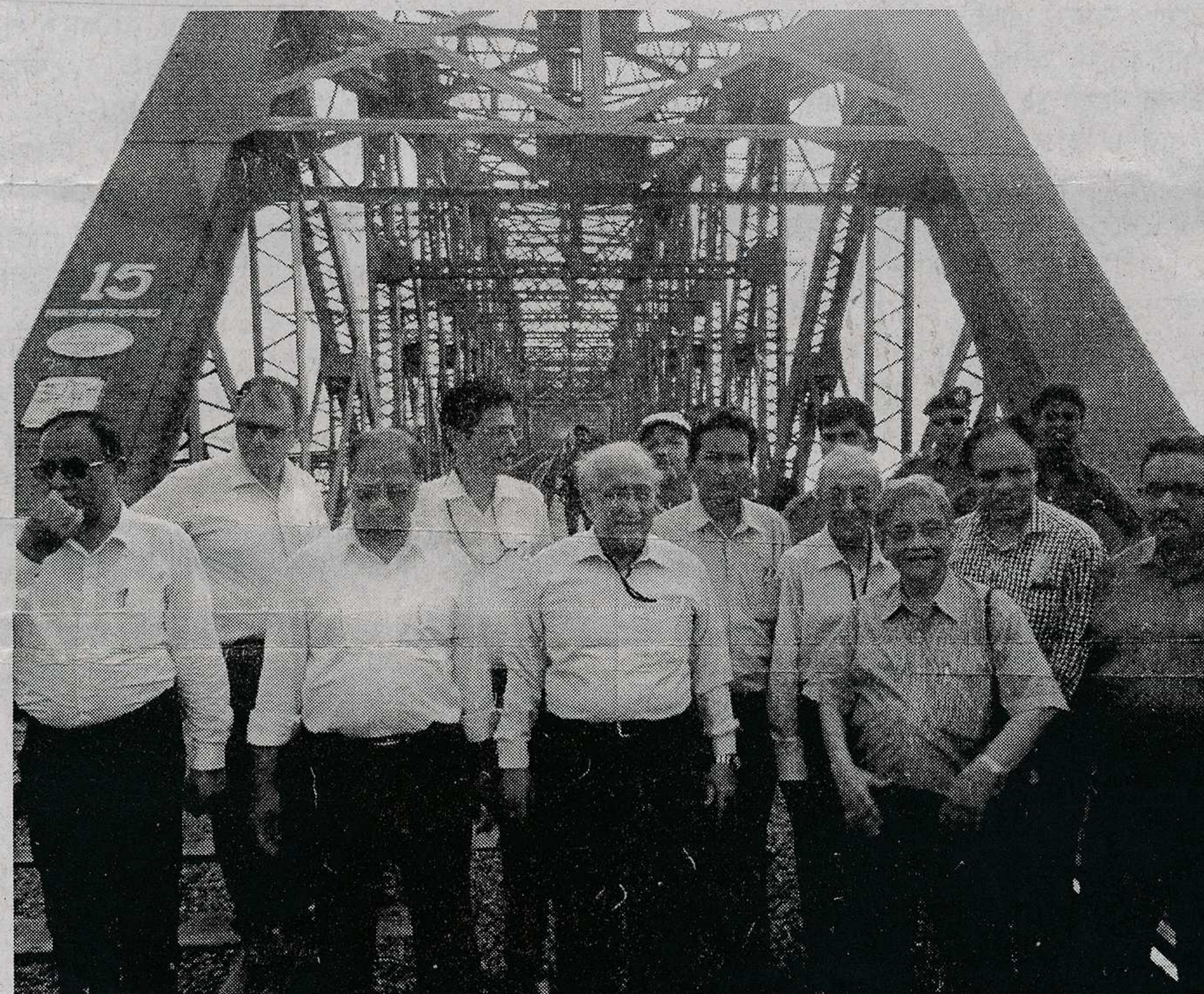


প্রধানমন্ত্রীর সতর্কতা
অভিবাসীদের ছাড়া সিঙ্গাপুরের
অর্থনীতিতে বিপর্যয় ঘটবে

» পৃষ্ঠা ৫

ডিএসইএক্স ৪৭৯৩.৯৯	⇒	স্বর্ণ (আউল) \$ ১১৫৮.২০	⇒	ডলার ৭৭.৮০ (ক্রয়)	⇒	৭৭.৮০ (বিক্রয়)
সিএসসিএক্স ৮৯৫৬.৯৮	⇒	তেল (ব্যারেল) \$ ৩৮.৭৭	⇒	ইউরো ৮৮.৪৬ (ক্রয়)	⇒	৮৮.৪৭ (বিক্রয়)

সূত্র : মার্জিনাল ব্যাংক



ঈশ্বরদীর পাকশীতে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পরিদর্শনে বিশেষজ্ঞরা

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দলের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পরিদর্শন

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ পাবনা

হার্ডিঞ্জ ব্রিজের শতবর্ষ উপলক্ষে একটি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দল গত রোববার সেতুটি পরিদর্শন করেছে। একটি বিশেষ ট্রেনে জাপান, কোরিয়া, হাঙ্গেরি, স্পেন, ভারত, বাংলাদেশ, জাইকা ও আইএবিএসইর ৫০ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দলসহ দেশী-বিদেশী মিলিয়ে প্রায় ১৫০ পর্যটক ঈশ্বরদীর পাকশীতে অবস্থিত সেতু এলাকায় এসেছিলেন। পরিদর্শন শেষে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক সেতু বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। এছাড়া সেতু বিশেষজ্ঞ ও ভারতীয় প্রকৌশলী অমিতাভ ঘোষাল, বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান তৌফিকুল আনোয়ার, আইএবিএসইয়ের সদস্য ড. আজাদুর রহমান, বুয়েটের শিক্ষক ডা. হাসিব মোহাম্মদ হাসান, ড. সাইফুল আমিন, ড. আব্দুর রউফ, জাইকার সদস্য কে নোগামি, ক্যারলি হিরোস, টি ইসিকুতা, এডিজিআই কাজী রফিকুল আলম, এডিজি অপারেশন হাবিবুর রহমান, পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের জিএম খায়রুল আলম, টঙ্গী-ভৈরব

ডাবল লাইন প্রকল্পের জিএম সাগর কৃষ্ণ চক্রবর্তী, পশ্চিমাঞ্চল রেলের প্রধান প্রকৌশলী মাহাবুবুল আলম বকশী, টঙ্গী-ভৈরব ডাবল লাইন প্রকল্পের প্রধান প্রকৌশলী সুকুমার ভৌমিক ও পাকশী রেলওয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক আফজাল হোসেন বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথি বলেন, হার্ডিঞ্জ ব্রিজকে আজ বিশ্বের একটি ঐতিহাসিক মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিরূপ সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ার কবলে না পড়লে আগামী ২৫ বছরেও সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে সেতুটিকে আরো বেশি দিন নিরাপদে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সে পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে গবেষক দলটি সেতু পরিদর্শন করেছে বলে তিনি জানান।

সভার শুরুতে রেলওয়ের মহাপরিচালক আমজাদ হোসেন প্রজেক্টরের মাধ্যমে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মাণ-সংক্রান্ত ইতিহাস উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, ১৯০৮ সালে এর নির্মাণ শুরু ও ১৯১২ সালে শেষ হয়। আগামী ২৫ বছর সেতুটি নিরাপদে ব্যবহারের পাশাপাশি আরেকটি নতুন রেল সেতু নির্মাণের কথা জানানো হয়। নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কোনো প্রভাব এ সেতুর ওপর পড়বে না বলে তিনি জানান।